ব্রি ধান৯১

সমৃদ্ধির জন্য ধান

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ফ্যাক্ট শীটঃ আমন ধানের জাত

জাত পরিচিতি

ব্রি ধান৯১ বাংলাদেশে প্রথমবারের মত আবিষ্কৃত উচ্চ ফলনশীল জলি আমন ধানের জাত - যেটি অগভীর বন্যা প্রবণ (১ মিটার) নিচু এলাকার জন্য নির্বাচন করা হয়। ব্রি ধান৯১ এর কৌলিক সারি নং BR10230-15-27-7B. তিলোক-কাচারি (মধ্যম মাত্রার স্টেম ইলঙ্গেশন ও মধ্যম মাত্রার জলমগ্নতা সহিষ্ণু) এবং ব্রি ধান৪১ এর মধ্যে সংকরায়নের মাধ্যমে এবং কৌলিক বাছাই (Pedigree Selection) পদ্ধতিতে ব্রি ধান৯১ উদ্ভাবিত হয়। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে উক্ত জাতটির গবেষণা কার্যক্রম ২০০৯ সন থেকে শুরু হয়। এই জাতটি একই সাথে লম্বা ও হেলে পড়া সহিষ্ণু; কান্ডের গোড়া খুবই শক্ত। মধ্যম মাত্রার স্টেম ইলঙ্গেশন প্রদর্শন পূর্বক এটি অগভীর বন্যার পানিতে টিকে থাকতে পারে এবং স্থানীয় বোনা আমন ধানের জাতের চেয়ে প্রতি হেক্টরে ১.০-১.৫ টন বেশী ফলন দিয়ে থাকে। ২০১৮ সনে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে PVT ফলন পরীক্ষায় জাতটির ফলন সন্তোষজনক হওয়ায় কৃষকদের মধ্যে বোনা আমন মৌসুমে অগভীর বন্যার পানিযুক্ত অঞ্চলে চাষাবাদের জন্য জাতটি ২০১৯ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ছাড়করণ করা হয়।

ব্রি ধান৯১

জাতের বৈশিষ্ট্য

- মধ্যম মাত্রার ইলঙ্গেশন, জলমগ্নতা সহিষ্ণুতা ও নিয়িং প্রদর্শন পূর্বক-অগভীর পানিযুক্ত অঞ্চলের চাষের উপযোগী।
- গাছের চারা লম্বা ও দ্রুত বর্ধনশীল। একই সাথে লম্বা ও হেলে পড়া সহিষ্ণু-১৯০ সেমি উচ্চতার লম্বা গাছের কান্ডের গোড়া খুবই শক্ত।
- এই লম্বা জাতে উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান- ডিগ পাতা খাড়া ও লম্বা, রং গাঢ় সবুজ, শিকড় সুপ্রসারিত।
- কান্ডের ভাসকুলার বান্ডুল ও বায়ু-কুঠরীর আয়তন প্রচলিত জাতের চেয়ে প্রায় তিনগুন বড়।
- কান্ড বহু-বর্ষজীবি, ধান পাকর পর কান্ড মজবুত ও সবুজ থাকে- কান্ডের কাটিং বোপন করে বংশবৃদ্ধি করা যায়।
- মজবুত কান্ড মুড়ি ফসলের জন্যও উপযোগী।
- এ ধানের দানা মাঝারি মোটা আকৃতির রং হালকা বাদামী।
- শীষে পুষ্ট দানার সংখ্যা বেশী এবং শীষ থেকে ধান সহজে ঝরে পড়ে না।
- চাল মাঝারি মোটা এবং ভাত সাদা ও ঝরঝরে।
- ১০০০ টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২৬.০ গ্রাম।
- এই জাতটি আলোক-সংবেদনশীল নয়।

এ জাতের বিশেষ উপযোগিতা

হাওর অঞ্চলের নিচু-এলাকার জমি পতিত থাকে অথবা কম ফলনশীল স্থানীয় বোনা আমন ধানের চাষ হয়। অগভীর পানিতে (৩-৪ ফিট পানি) চাষের উপযোগী করে লম্বা জাত ব্রি ধান৯১ উদ্ভাবন করা হয়েছে- যেটি ১৯০ সেমি লম্বা এবং হেলে-পড়া সহিষ্ণু। বৃহত্তর কুমিলা, ফরিদপুর ও মানিকগঞ্জ অঞ্চলের অগভীরের নীচু জলাবদ্ধতা জমি এ আধুনিক আমন ধানের জন্য উপযোগী। এর কান্ডের গোড়া বাঁশের মত শক্ত - প্রচন্ড বাতাস বা প্রবল পানির স্রোতের টানে গাছ সহজে ভেসে যায় না। এই লম্বা জাতটি অগভীর বন্যা প্রবণ (১ মিটার) নিচু এলাকায় টিকে থাকার ক্ষমতা অনান্য স্থানীয় জলি আমন ধানর চেয়ে অনেক বেশী। ব্রি ধান৯১ স্থানীয় জলি আমন ধানের জাত এর চেয়ে ১০-১৫ দিন আগাম। এটি স্থানীয় জাতের চেয়ে প্রায় দ্বিগুন ফলন দেয়। ধান কাটার সময় গাছ লম্বা ও সবুজ হওয়ায় -এটি স্থানীয় জাতের চেয়ে প্রায় দ্বিগুন পরিমান শুকনো খড় উৎপাদন করে, গো-খাদ্য হিসাবে খড়ের মান অনেক ভালো। এটি চাষাবাদের মাধ্যমে হাওর অঞ্চলের স্থানীয় বোনা আমন ধানের আবাদি ও অনাবাদি জমি-আধুনিক জাতের ধান আবাদের আওতায় আসবে ও কৃষকগন লাভবান হবেন।

জীবনকাল

জাতটির জীবন কাল ১৫২-১৫৬ দিন।

ফলন

রোপা আমন মৌসুমে অগভীর পানিতে- হেক্টর প্রতি ৩.০-৩.৫ টন ফলন দেয়। বন্যার মাত্রা কম হলে, উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে হেক্টর প্রতি ৩.৫ - ৪.০ টন ফলন দিতে সক্ষম।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি। ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ফ্যাক্ট শীটঃ আমন ধানের জাত

চাষাবাদ পদ্ধতি

উচ্চ ফলনশীল জলি আমন ধানের ব্রি ধান৯১ এর চাষাবাদ পদ্ধতি অন্যান্য বোনা আমন ধানের মতই। অগভীর বন্যা প্রবণ (১ মিটার) হাওড় ও বিল অঞ্চলের জমিতে এ লম্বা জাতের ধানের জন্য উপযুক্ত।

ব্রি ধান৯১

১. বীজ তলায় বীজ বপন ঃ বীজ বপনের উপযুক্ত সময় হলো ১লা মে থেকে জুন প্রথম সপ্তাহ অর্থাৎ বৈশাশের মাঝামাঝি থেকে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ পর্যন্ত। বন্যার পানি আসার পুর্বে মূল জমিতে বীজ বপন করতে হয়।

২. জমি তৈরী ও বীজ বপন ঃ হাওরে বোরো ধান কাটার পর জমিতে আর্দ্রতা থাকা সাপেক্ষে জমি চাষ করে হেক্টর প্রতি ৩০ কেজি হিসাবে বীজ বোপন করতে হয়।

- সরাসরি ছিটিয়ে - মূল জমিতে বীজ ছিটিয়ে বপন করে মই দিয়ে ঢেকে দিতে হয়।
- সারি করে- জমিতে ২৫ সেমি দুরে দুরে সারিতে ২-৩ সেমি গভীর ফারো তৈরীর পর বীজ বপন করে বীজের মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হয়।

৩. সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা)ঃ বিঘা প্রতি সারের মাত্রা অন্যান্য উফশী আমন ধানের জাতের মতই।

ইউরিয়া	ডিএপি	এমওপি	জিপসাম
২৬	০৮	১৪	৯

৩.১ সর্বশেষ জমি চাষের সময় টিএসপি, এমপি, জিপসাম এবং জিংক সালফেট ছিটিয়ে মাটিতে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া সার সমান তিন কিস্তিতে যথা-বীজ বপণের ২৫ দিন পর ১ম কিস্তি এবং ৪৫ দিন পর ২য় কিস্তি এবং ৬৫ দিন পর ৩য় কিস্তি প্রয়োগ করতে হবে। বন্যার পানির গভীরতা ২৫-৩০ সেমি এর বেশী হলে ইউরিয়া প্রয়োগ করা যাবে না।

৪. আগাছা দমন ঃ বন্যার পানি আসার আগ পর্যন্ত জমি অবশ্যই আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। ভরা বর্ষায় বন্যার সময় জলজ আগাছা পরিষ্কার করতে হবে।

৫. সেচ ব্যবস্থাপনা ঃ চারা অবস্থায় বৃষ্টি না হলে প্রয়োজন অনুসারে সেচ দিতে হয়। ভরা বর্ষায় অগভীর বন্যার পানিই সেচের উৎস।

৬. রোগ বালাই ও পোকামাকড় দমন ঃ ব্রি ধান৯১ এ রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম হয়। তবে রোগবালাই ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে বা আক্রান্ত বেশী হলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

৭. ফসল পাকা ও কাটা ঃ ধান কাটার উপযুক্ত সময় হলো অক্টোবর মাসের তৃতীয় সপ্তাহ হতে নভেম্বরের ২য় সাপ্তাহ।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি। ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd